দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 15 FEB 1997 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২ ...

মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম কাঠামোয় আবার পরিবর্তন ॥ কৃষিকে ঐচ্ছিক বিষয় করা হয়েছে

কাওসার রহমান

এসএসসি পরীক্ষার শিক্ষাক্রম কাঠামো আবারও পরিবর্তন করা হয়েছে। মাত্র দুই বছর আগে প্রবর্তিত কৃষি শিক্ষার বাধ্যবাধকতা উঠিয়ে দিয়ে কৃষি শিক্ষাকে পুনরায় ঐচ্ছিক করা হয়েছে। আগামী ১৯৯৮ সাল থেকে অনুষ্ঠিতব্য মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার ক্ষেত্রে এই নয়া কারিকুলাম কাঠামো কার্যকর হবে। এতে দেশব্যাপী কৃষি শিক্ষা তথা কৃষির প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের যে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে ভাটা পড়তে পারে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, দেশের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার ১৯৯৪ সাল থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবং ১৯৯৫ সাল থেকে দাখিল মাদ্রাসায় ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক কৃষি শিক্ষা চালু করে। কৃষি শিক্ষার কারিকুলাম তৈরির পর দেশের বিশিষ্ট কৃষিবিদদের দ্বারা পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক নির্দেশিকা

(২-এর পৃঃ দেখুন)

মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম

(প্রথম পাতার পর)

এবং খামার কাজের নির্দেশিকা তৈরি করা হয়। কৃষি শিক্ষাকে বাস্তবায়নের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় যৌথভাবে একটি পরিপত্র জারি করে। জাতীয় পর্যায়ে, জেলা পর্যায়ে এবং থানা পর্যায়ে কমিটিও গঠন করা হয়। জাতীয় পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষাক্রম বোর্ড দ্রুততার সাথে পুস্তক রচনা, প্রকাশ ও বিতরণের কাজ সমাপ্ত করে।

কৃষি শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হয়, যেহেতু দেশের প্রায় ৯০ ভাগ লোক কৃষি কাজের সাথে জড়িত, জিডিপির প্রায় অর্ধেক আসে কৃষি থেকে, যেহেতু কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের আগেই অধিকাংশ শিক্ষার্থী ড্রপ-আউট হয়ে যায়, সেহেতু স্থানীয় কর্মসংস্থান এবং দেশের উন্নয়নের জন্য কৃষি শিক্ষার বিকল্প নেই। এজন্য দেশের ১১ হাজার ৩২৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে '৯৪ সালে ৮ হাজার বিদ্যালয়ে একজন করে শিক্ষককে কৃষি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। অবশিষ্ট তিন হাজার বিদ্যালয় এবং প্রায় সাত হাজার দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের তত্ত্বাবধানে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের ১১টি প্রশিক্ষায়তনে কৃষি শিক্ষক তৈরির প্রক্রিয়াও শুরু হয়। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি কলেজ, কৃষি প্রশিক্ষায়তন এবং নিজস্ব শিক্ষা কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে স্নাতক পর্যায়ের কৃষি শিক্ষক তৈরির জন্য পৃথক অনুষদ খুলে কার্যক্রম শুরু করে। এর মধ্যে সফলভাবে এসএসসি'র একটি ব্যাচের পরীক্ষাও সমাপ্ত হয়ে যায়।

কিন্তু এত কিছুর পরও শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্প্রতি বাধ্যতামূলক বিষয় থেকে কৃষি শিক্ষাকে বাদ দিয়ে এসএসসি পরীক্ষার শিক্ষাক্রম কাঠামোর বিষয় ও নম্বর নতুনভাবে পুনর্বিন্যাস করে, যাতে কৃষি শিক্ষাকে ঐচ্ছিক বিষয়গুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সূত্র জানায়, ইতোপূর্বে ধর্ম ও কৃষি শিক্ষার এক শ' নম্বর করে রেখে বিজ্ঞান বিভাগের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বিষয়টি কারিকুলামে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। যেখানে জীব বিজ্ঞানের (উদ্ভিদ বিজ্ঞান ও প্রাণী বিজ্ঞান) জন্য এক শ' নম্বর এবং ভৌত বিজ্ঞানের (পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন) জন্য এক শ' নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে পদার্থ বিদ্যা ও রসায়নকে পৃথক দু'টি বিষয় করে এই দুই বিষয়ের জন্য দুই শ' নম্বর করার দাবি ওঠে। এই দাবির মুখে প্রথমে পদার্থ ও রসায়নের জন্য দুই শ' নম্বর দিয়ে ধর্ম ও কৃষি এই দু'টি বিষয় থেকে ৫০ নম্বর করে কেটে নেয়া হয়। এতে ধর্মের নম্বর ৫০ করায় বিভিন্ন মহল থেকে প্রবল আপত্তি উঠলে কৃষি বিষয়কে অপশনাল (ঐচ্ছিক) করে ধর্মের জন্য এক শ' নম্বর বহাল রাখা হয়। আর এভাবেই কৃষি শিক্ষাকে ঐচ্ছিক করে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম কাঠামো পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে জাতীয় কারিকুলাম বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে বোর্ডের দায়িত্বশীল উর্ধতন কর্মকর্তা জনকণ্ঠকে জানান, এখানে বোর্ডের কিছু করণীয় ছিল না। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশেই কৃষি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক থেকে ঐচ্ছিক করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গৃহীত সিদ্ধান্তকেই এখানে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অন্যথায় এসএসসি'র মার্ক ১২শ'তে গিয়ে দাঁড়াত। এই মার্ক এক হাজারে নিয়ে আসার জন্য কৃষি শিক্ষাকে ঐচ্ছিক করে বিজ্ঞান শাখার উচ্চতর গণিত, মানবিক শাখার পৌরনীতি এবং ব্যবসায় শিক্ষা শাখার বাণিজ্যিক ভূগোলকে বিকল্প বিষয় হিসাবে রাখা হয়েছে। তবে নতুন শিক্ষানীতি প্রবর্তিত হলে কারিকুলামে আবারও পরিবর্তন আসতে পারে।